চুয়াডাঙ্গায় পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ছোট শলুয়া গ্রামে সিয়াম (৮) বছরের শিশুর পুকুরে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

সিয়াম ছোট শলুয়া গ্রামের সমির হোসেনের ছেলে। জানা গেছে, বাড়ির সামনে পুকুর পাড়ে খেলা খেলছিলো। এ সময় সিয়াম পুকুরের পনিতে পড়ে ডুবে যায়। তার বাড়ির লোকজন খোঁজাখুঁজি করে পুকুরের ভিতর দেখতে পান।

বাড়ির লোকজন পুকুর থেকে তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের ডাক্তার তাসমিন আফরিন জোতি পরিক্ষা নিরিক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

সিয়ামের মৃত্যুতে পরিবার ও গ্রাম জুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া। স্থানীয় কবরস্থানে সিয়ামের লাশের দাফন সম্পর্ন হয়েছে।

জীবননগরে মেয়ের বিয়ের দিন বাবাকে হত্যা

জীবননগরে মেয়ের বিয়ের দিন বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গঙ্গাদাসপুর গ্রামে এই হত্যার ঘটনা ঘটে। নিহত কৃষক বাবলু রহমান গঙ্গাদাসপুর গ্রামের মৃত রমজান আলীর ছেলে।

হত্যার ঘটনায় জড়িত ঘাতক জমির হোসেনকে তার নিজ বাড়ি থেকে আটক করে পুলিশ। ৪নং সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইসাবুল ইসলাম মিল্টন মোল্লা জানান, গতকাল বাবলুর মেয়ের বিয়ের দিন ধার্য ছিল।

সকালে বাবলু প্রতিবেশীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য রাস্তায় বের হলে একই গ্রামের জমির হোসেন পেছন থেকে কোদাল দিয়ে মাথায় আঘাত করেন। এসময় বাবলু রক্তাত্ব অবস্থায় মাটিতে পড়ে যায়।

পরে স্থানীয় লোকজন বাবলু কে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জমির হোসেন একজন বদমেজাজি। সে প্রায়ই এলাকার মানুষের সঙ্গে ঝামেলা করেন।

এবং দেশীয় হাসুয়া, রড, লাঠি দিয়ে মারধর করার জন্য ধাওয়া করেন। তার কারনে এলাকার সাধারন মানুষ আতঙ্কের মধ্যে দিন যাপন করতো। গতকাল ছিল বাবলুর মেয়ের বিয়ে। সে কারনে বাবলু তার ভাইদের বাড়িতে যাচ্ছিল ডাকতে।

এমন সময় জমির হোসেন পিছন থেকে এসে কোদাল দিয়ে বাবলুর মাথায় আঘাত করলে বাবলু রক্তাত্ব অবস্থায় মাটিতে পড়ে যায়।

এ সময় স্থানীয় লোকজন বাবলুকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জীবননগর হাসপাতালে আনলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ রাকবির হাসান বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই বাবলুর মৃত্যু হয়েছে। হত্যার এ ঘটনার সংবাদ শুনে ঘটনা স্থান পরিদশন করেন দামুড়হুদা সাকেল এএসপি মুন্না বিশ্বাস।

এবিষয়ে জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল খালেক বলেন, গঙ্গাদাশপুর গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে এ ঘটনার সাথে জড়িত জমির হোসেনে ক গতকাল তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবং লাশ ময়নাতদন্ত শেষে নিহতর পরিবারের সদস্যদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিক নিহত দিনমজুর বাবলুর মৃত্যুতে গোটা পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। হাসপাতালে পুলিশের একটি দল গেছে। এঘটনায় তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনার আকন্দবাড়ীয়ায় ২টি গরু চুরি

দর্শনা আকন্দবাড়িয়া গ্রাম থেকে ২টি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত মঙ্গলবার দিনগত রাতে এ চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দর্শনা থানা পুলিশে একটি চুরির অভিযোগ করা হয়েছে।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়িয়া স্কুলপাড়ার পাখিভ্যান চালক রমজান আলীর বাড়ি গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে চোরেরা হানা দেয়। এসময় চোরেরা রমজান আলীর গোয়াল ঘরে থাকা ২টি বকন গরু চুরি করে নিয়ে যায়।

অনেক খোঁজাখুজির একপর্যায় গরু দুটি’র সন্ধান না পেয়ে দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছে গরুর মালিক রমজান আলী।

জীবননগরে ওপেন হাউজ ডে পালিত

মুজিব বর্ষের অঙ্গিকার পুলিশ হবে জনতার এই স্লোগান রেখে জীবননগরে ওপেন হাউজ ডে পালিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর থানা পুলিশের আয়োজনে মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে ওপেন হাউজ ডে পালিত হয়।

মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহারব হোসেন খাঁনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ অফিসার দামুড়হুদা সার্কেল মুন্না বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেক, পুলিশ ইন্সপেক্টর মারুফ হোসেন, মনোহরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল, সাধারন সম্পাদক আহসান হাবিব বকুল, সাংবাদিক আকিমুল ইসলাম, আ.লীগ নেতা সেলিম উদ্দিন, আলতাফ হোসেন, শহিদুল ইসলাম, আঃ আজিজ, ইউ পি সদস্য চামেলী খাতুন, মনোহর পুর ইউনিয়ন বিট পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার

জাহাঙ্গীর আলম, ও হাসান। সভায় বাল্য বিবাহ ও মাদক নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামুলক বিস্তর আলোচনা করা হয়।

আলমডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কে নিয়ে কটুক্তি ও কু- রুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ মুসলমান।

ভারতের (ক্ষমতাসীন দল) বিজেপি নেতা নুপুর শর্মা ও নবীন জান্দাল কর্তৃক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে কু- রুচিপূর্ন মন্তব্যের প্রতিবাদে সোমবার এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভ মিছিলটি আলমডাঙ্গার পৌর শহরের পশুর হাট জামে মসজিদ হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে স্বাধীনতা স্তম্ভে সমাবেশ করে বক্তব্য রাখেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা।

সমাবেশের আয়োজন করে” ইসলামি আন্দোলন” আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখা। এতে, অংশ নেয় উপজেলার বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন ও সর্বস্তরের মুসলমানেরা।

ঘণ্টাব্যাপী সমাবেশে বক্তারা বলেন, নুপুর শর্মা ও নবীন জান্দালকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে ফাঁসি নিশ্চিত করতে হবে। বক্তারা ভারতীয় পণ্য বর্জনের ও ডাক দেন। এছাড়াও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগ দাবী করেন ও প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানান।

খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ

আবারো খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি’র কার্যালয়ের সোমবার সাড়ে দশটার সময় মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে খুলনা রেঞ্জের রেঞ্জ ডিআইজি ড. খঃ মহিদ উদ্দিন, বিপিএম(বার) সভাপতিত্বে মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় রেঞ্জ ডিআইজি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পুলিশ সুপারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা ধারণ করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি আহব্বান জানান।

মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় তদন্ত ও অপরাধ দমন কর্মকান্ড পর্যালোচনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ জেলা এবং খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ এসআই (নিঃ) মোঃ আশিকুল ইসলাম মনোনিত হয়। খুলনা রেঞ্জের রেঞ্জ ডিআইজি ড. খঃ মহিদ উদ্দিন, বিপিএম(বার) নিকট হতে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা শ্রেষ্ঠ জেলার পুরস্কার এবং সদর থানা চুয়াডাঙ্গা’র এসআই(নিঃ) মোঃ আশিকুল ইসলাম খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ এসআই পুরস্কার লাভ করেন। এ সময় পুলিশ সুপার রেঞ্জ ডিআইজি নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ জেলার স্বীকৃতি পেয়ে সম্মানিত ইন্সপেক্টর জেনারেল ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম(বার), খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি ড. খঃ মহিদ উদ্দিন, বিপিএম(বার), চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল পদমর্যাদার অফিসার-ফোর্সদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জেলার আইন-শৃঙ্খলাসহ সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর সহযোগীতা কামনা করেন।

ইতোপূর্বে মার্চ ২০২২ ও সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসে শ্রেষ্ঠ জেলা এবং নভেম্বর ২০১৯ মাসের মাসিক কনফারেন্সে জেলার আইন-শৃঙ্খলাসহ সার্বিক পরিস্থিতিতে বিশেষ অবদান রাখায় খুলনা রেঞ্জের ১০টি জেলার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ পুলিশ সুপারের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিআইজি (এ্যাডমিন এন্ড ফিন্যান্স)এ কে এম নাহিদুল ইসলাম, বিপিএম। অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশনস্ এন্ড ক্রাইম) নজরুল ইসলাম, বিপিএম, পিপিএম সহ খুলনা রেঞ্জ ও রেঞ্জ কার্যালয়ের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন, খুলনা রেঞ্জের ১০টি জেলার পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারগন, ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার সমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঠিকাদারের বিরুদ্ধে রাস্তা নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

দামুড়হুদাতে নিম্নমানের ইট ও মাটিযুক্ত বালু ব্যবহারের রাস্তা নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে।
এ উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের মোড় বন্দর বাজারে জায়গা থেকে মসজিদ পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তার কাজে চলছে।

নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তা তড়িঘড়ি কাজ করায় স্থানীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এ সড়কের স্থায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

স্থানীয়রা জানান, কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের সামনে থেকে বড় মসজিদ মূল রাস্তা পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের দায়িত্ব পান অহেদ মিয়া নামের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণের শুরু থেকেই রাস্তায় নিম্নমানের ইট ব্যবহারের চেষ্টা করেন ঠিকাদার। এর প্রতিবাদে গ্রামবাসী বাধা দেন। ওই সময় নির্মাণ সংশ্লিষ্টরা নিম্নমানের ইট ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি দিলে রাস্তার কাজ পূনরায় শুরু হয়।

শুরুর কয়েক দিন পর আবারও নিম্নমানের ইট আনতে দেখে গ্রামবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। পরে তারা রাস্তা নির্মাণে বাধা দিলেও স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবে কাজ চালিয়ে নেয়া হয়। ফলে স্থানীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দেয়।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে তাদের অনেকে বলেন, দুই কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণে খুবই নিম্নমানের ইট ব্যবহার হচ্ছে। যা কোনো নাম্বারের মধ্যেই পড়ে না। রাস্তার নিচে ভাঙা ইট ব্যবহার করা হয়েছে। বালু দেয়া হচ্ছে কম। ইটের মান এতই নিম্নমানের যে এক-দুই হাত উঁচু থেকে ফেললেই ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে যায়।

স্থানীয় চেয়ারম্যান কামাল উদ্দীন জানান, নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই নিম্নমানের ইট ও পরিমাণমতো বালু না দিয়ে রাস্তাটি নির্মাণ করা হচ্ছে। রাস্তায় এক নাম্বার ইট দেওয়ার কথা থাকলেও, দেওয়া হচ্ছে নাম্বারবিহীন ইট। বালিতে মেশানো হচ্ছে মাটি। যে পরিমাণ বালি দেওয়ার কথা, তার থেকে অনেক কম দেওয়া হচ্ছে। এভাবে রাস্তা নির্মাণ করা হলে, তা বেশি দিন টিকবে না।

এ বিষয় জানতে ঠিকাদার অহেদ মিয়ার সাথে কথা বলা হলে তিনি জানান রাস্তা নির্মাণে কোনো রকম অনিয়ম হচ্ছে না বলে দাবি করে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। কোনো সাংবাদিক লিখলে তাদের দেখে নেওয়ারও হুমকী দেন এই ঠিকাদার।

বিষয়টি তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগমের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধকল্পে জেলা পর্যায়ে কর্মশালা

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জেলা পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সোমবার বেলা সাড়ে দশটার সময় জেলা প্রশাসন চুয়াডাঙ্গা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জেলা পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত রহমানের সভাপতিত্ব কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় তিনি বলেন,মাদক দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আছে কিন্তু এই আইন প্রয়োগ করে মাদক রোধ করা সম্ভব না। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে মাদকমুক্ত দেশ গড়তে হবে।তাই মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিসহ সভা সভাবেশের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে মাদকের কুফল সম্পর্কে জানাতে হবে, তাহলেই মাদকমুক্ত সমাজ দেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন -চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক পরিতোষ কুমার কুন্ডু,চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শারমিন আক্তার, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কার্যালয় কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

বিশ্বনবী সম্পর্কে অবমানাকর বক্তব্যের প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ সমাবেশ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির জ্যেষ্ঠ দুই নেতার অবমাননাকর বক্তব্যের প্রতিবাদে দর্শনা কেরু বাজার মাঠে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্টিত হয়েছে।

শনিবার বিকাল সাড়ে ৫ টায় কেরুজ বাজার মাঠে দর্শনা পৌর ইমাম সমিতির আয়োজনে কেরুজ বাজার মাঠে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, বিশ্ব মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন মহানবী (সা.) কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য কোনো মুসলমানই মেনে নিতে পারে না। এসময় তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিন্দা জানানোর দাবি জানান।

আরো বলেন, ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির নেত্রী নুপুর শর্মা কর্তৃক মহানবী (সাঃ) কে কটুক্তির দায়ে ভারত সরকারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। এছাড়াও ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির দুই নেতার কটুক্তির প্রতিবাদে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিন্দা জানানোর দাবি জানান দর্শনা পৌর ইমাম সমিতি।

সম্প্রতি ভারতীয় একটি টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নিয়ে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ও তার স্ত্রী আয়েশা (রা.) সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য দেন নুপুর শর্মা। পরে একই বিষয়ে টুইটারে পোস্ট দেন নাভিন কুমার জিন্দাল।

এ বক্তব্য নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সামাজিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ফেসবুকে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সাথে বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশ প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এ প্রতিবাদ বিক্ষোভ সমাবেশে ঈমাম সমিতির সভাপতি ও দর্শনা পুরাতন মসজিদের পেশ ইমাম নৃরুল ইসলামের নেতৃত্বে বক্তব্য রাখেন, দর্শনা বাসস্ট্যান্ড জামে মসজিদের ঈমাম ওসমান গণি,ঈশ্বরচন্দ্রপুর জামে মসজিদের ইমাম মোস্তাফিজুর রহমান।

এ ছাড়া দর্শনাসহ আশপাশ ৩৬ টি মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনসহ প্রায় ১ হাজার থেকে ১২ শ মুসল্লিরা এ বিক্ষোভ সামাবেশে অংশ নেন।

জীবননগর বকুন্ডীয়ায় মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

জীবননগর উপজেলার বকুন্ডীয়া গ্রামের মিরাজের নামে করা মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে মিরাজের পিতা জাকির হোসেন শনিবার বিকাল ৫টার সময় সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জাকির হোসেন বলেন গত ৬ই জুলাই সোমবার আমাদের একই মহল্লাই বসবসকারী তারিকের মা রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে নিজ ঘরেই ঈশার নামাজ আদায় করছিলেন এ সময় তারিকের বৃদ্ধা মাতাকে পিছন থেকে কে বা কাহারা এলপাতাড়ি ভাবে শরিরে কোপ দিয়ে পালিয়ে যায়।

পরে তাদের আত্নচিৎকারে মহল্লার সবাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত বৃদ্ধাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার সময় আমার ছেলে মিরাজ হোসেন একই গ্রামের অন্য পাড়াই চায়ের দোকানে বসে ছিলেন।

এ সময় বৃদ্ধার পুত্রবধু সহ কে বা কাহারা আমর ছেলে মিরাজের নাম উল্লেখ করে কথা বলেন যে, দিনের বেলাই মিরাজের সাথে এই বৃদ্ধার ছাগল নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছিল হইতোবা সেই এই কাজটি করতে পারে।

তারই জের ধরে ঘটনার সময় উৎতপ্ত জনতা কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই হাসাদাহ ক্যাম্পের পুলিশকে সংবাদ দিয়ে সন্দেহমূলক ভাবে আমার ছেলেকে পুলিশের কাছে সপর্দ করেন। আমার ছেলে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং নিরপরাধ। এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেনা। তিনি আরো বলেন এই ঘটনার সময় আমার ছেলে যে চায়ের দোকানে বসে ছিলেন তারো যথেষ্ট প্রমানও আছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন এই মামলার বাদি তারিক মামলার ভিকটিম রেহেজান বেগম অরফে বড়বুড়ি। তিনি নিজে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বলেন যে, আমি রাতে ঈশার নামাজ পড়ছিলাম সে সময় কে বা কাহারা আমার পিছন থেকে আঘাত করে পালিয়ে যায় আমি কাউকে চিনতে পারিনাই। আমার কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন গ্রামের গন্যমান্য বাক্তিবর্গ এবং গ্রামের আরো অনেকেই । সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলনে জাকির হোসেন তার

ছেলে মিরাজের বিরুদ্ধে করা এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বাদি সহ সকল প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানান ।